



জরায়ুমুখ ক্যান্সার:

জরায়ুমুখ ক্যান্সার হলো জরায়ুর নিচের অংশে (সার্ভিক্স) কোষের অস্বাভাবিক ও অনিয়ন্ত্রিত বৃদ্ধি। এটি সাধারণত হিউম্যান প্যাপিলোমা ভাইরাস (HPV) নামক ভাইরাসের দীর্ঘস্থায়ী সংক্রমণের কারণে হয়। এটি বাংলাদেশে মহিলাদের দ্বিতীয় প্রধান ক্যান্সার। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO) মতে, স্ক্রিনিং ও ভ্যাকসিনের মাধ্যমে এই রোগটি প্রায় সম্পূর্ণভাবে প্রতিরোধ করা সম্ভব।

যেসব কারণে জরায়ুমুখ ক্যান্সারের ঝুঁকি বাড়ে:



HPV ভাইরাসের সংক্রমণ
(প্রধান কারণ)



কম বয়সে বিয়ে বা
যৌন জীবন শুরু করা



একাধিক সঙ্গীর সাথে
যৌন সম্পর্ক



নিয়মিত স্ক্রিনিং
(VIA/Pap test) না করা



ধূমপান ও তামাক
সেবন



রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা
কম থাকা (যেমন: HIV
আক্রান্তদের)



অস্বাস্থ্যকর জীবনযাপন
ও অপুষ্টি



দীর্ঘদিন জন্মনিয়ন্ত্রণ
বডি ব্যবহার
(কিছু ক্ষেত্রে ঝুঁকি বাড়তে পারে)

প্রাথমিক লক্ষণ:

রোগের প্রাথমিক পর্যায়ে তেমন কোনো লক্ষণ নাও দেখা যেতে পারে। তবে নিচের লক্ষণগুলো দেখা দিলে দ্রুত ডাক্তারের পরামর্শ নিন:

- অস্বাভাবিক রক্তপাত: মাসিকের মধ্যবর্তী সময়ে, যৌন মিলনের পরে, বা মেনোপজের পরে রক্তপাত
- তলপেটে ব্যথা বা যৌন মিলনের সময় অস্বস্তি
- অস্বাভাবিক বা দুর্গন্ধযুক্ত যোনিস্রাব
- অন্যান্য লক্ষণ: ওজন হ্রাস বা প্রস্রাব-পায়খানার অভ্যাসে পরিবর্তন

প্রতিরোধের উপায়ঃ

সঠিক সচেতনতা ও প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা জরায়ুমুখ ক্যান্সারকে প্রতিরোধ সম্ভব।





জরায়ু মুখ ক্যান্সার স্ক্রিনিং:



২৫ থেকে ৬৫ বছর
বয়সী মহিলাদের



প্রতি ৫ বছর অন্তর ভায়া (VIA)
এর মাধ্যমে স্ক্রিনিং করানো হয়



দেশের জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে
বিভিন্ন সরকারি হাসপাতালে এই
স্ক্রিনিং সুবিধা **বিনামূল্যে** পাওয়া যায়

ভ্যাক্সিন (HPV Vaccine):



৯ থেকে ১৪ বছর বয়সী
মেয়েদের জন্য এই ভ্যাকসিন
সবচেয়ে কার্যকর



তবে যৌন জীবন শুরুর আগেই
ভ্যাকসিন নিলেও সংক্রমণ ও
ক্যান্সারের ঝুঁকি অনেক কমে আসে



ক্যান্সার চিকিৎসার ধাপসমূহ:

01

সার্জারি



02

কেমোথেরাপি



03

রেডিওথেরাপি



04

ব্রাকি থেরাপি



05

টার্গেটেড থেরাপি



জরায়ুমুখ ক্যান্সার একটি প্রতিরোধযোগ্য রোগ। আপনার জীবনের সুরক্ষা এবং সুস্থতা নিশ্চিত করা আপনারই দায়িত্ব। সঠিক তথ্য জানুন, নিয়মিত স্ক্রিনিং করুন, এবং সময়মতো ভ্যাকসিন নিন।
সচেতন হোন, সুস্থ থাকুন, সুরক্ষিত থাকুন।

